আমার সোনার বাংলা ঃ
বানতোরা-কুন এর দৃষ্টিতে

জাপান ওডিএ প্রোজেক্টের এক ঝলক

জাপান দূতাবাস, বাংলাদেশ

ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

তাকাশি হায়াকাওয়া-প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠাতা-

জনাব তাকাশি হায়াকাওয়া একজন সংসদ সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের সূচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল গঠন দিয়ে শুরু করে এই নতুন জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনাব হায়াকাওয়া আত্মনিয়োগ করেন, সময় পরিক্রমায় আমরা যার প্রতিফলন দেখি সোনারগাঁও হোটেল, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু সহ আরও অনেক কিছুতে।

সোনারগাঁও হোটেলের এক কোণে নির্মিত জনাব তাকাশি হায়াকাওয়ার ফলক বাংলাদেশের জন্য তার অতুলনীয় অবদানের নিরব সাক্ষী। ফলকে খোদায় করা তার বাণী আমাদের এগিয়ে চলার পথে আলোকপাত করে।

"বর্তমান যুগে টিকে থাকার জন্য মানবতাকে অবশ্যই একত্র হতে হবে। বাংলাদেশের জন্য আমার ভালবাসা ও একাগ্রতা আমার এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় একটি চ্যালেঞ্জ ও একটি পরীক্ষা।" - তাকাশি হায়াকাওয়া

সোনার বাংলার মেরুদন্ড: শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য

শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্য সেবা সোনার বাংলার মেরুদন্ড গঠন করে এবং তা মানুষের শান্তির জন্য প্রধান শর্ত। স্বাস্থ্যখাতে জাপানের সাহায্য বাংলাদেশের দীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে যা ২০১৪ সালে পোলিও মুক্ত অবস্থা অর্জন, আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষাখাতে জাপানের সহায়তা প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারপ করেছে, ফলে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সমৃদ্ধি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্যাকেজ উন্নত হচ্ছে।

শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার নিরাপদ আশ্রয়স্থল - ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়, শান্ত ও রুদ্র যা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতায় "সুন্দর গৃহিণী" ও "রাগান্বিত গৃহিনী" নামে উল্লেখ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জাপান দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করেছে। জাপানের সহযোগিতায় এই পর্যন্ত প্রায় ১৫০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

মানসম্মত অবকাঠামো
মানসম্মত জীবনযাপন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী: সোনার বাংলা গড়ার ধ্রুবতারা

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ একটি মুখ্য উপাদান, মানব উন্নয়নের হাতিয়ার ও সোনার বাংলার উন্নতির পথে আলোকবর্তিকা। বাংলাদেশের সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ২৫% জাপানের অর্থায়নে সংগঠিত হয়ে থাকে এবং এই ধারাবাহিকতায় বিগ-বি নামে আরও একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে।

Fly me to the Land of Tomorrow

জনগণের হৃদয়ের মেলবন্ধন: সেতু ও সড়ক পথ নির্মাণ

"বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরো একটু বেশি করুনা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মত -তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া- যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল"। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে শত শত নদী বয়ে গেছে যার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকা পরিচালিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে নদীমাতৃক এই বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ পূরণে জাপান ও বাংলাদেশ একত্রে কাজ করছে এবং সারা দেশে প্রায় ৫০০ ছোট, মাঝারি ও বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে যার ফলে মানুষ ও সড়ক ব্যবস্থার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৩,৫০০ কি.মি. পর্যন্ত গ্রামীণ সড়ক পথ নির্মাণেও জাপান সহায়তায় করছে।

Shonar Bangla Express

বিগ-বি: নিউ ভিশন

বঙ্গোপসাগর, যেখানে দু'টি মাহাসাগর মিলিত হয়েছে -প্রশান্ত মাহাসাগর ও ভারত মহাসাগর, যা এই অঞ্চল সহ বিশ্বের জন্য একটি নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত যা ঐ দুই অঞ্চলের জন্য স্থল ও সামুদ্রিক সেতু-বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। বিগ-বি (বঙ্গোপসাগর শিল্পোন্নয়ন অঞ্চল গঠনের প্রথম পদক্ষেপ) জাপান-বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিবেচনাধীন একটি নতুন প্রকল্প যা ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সহ অন্যান্য অঞ্চলে শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

এক নজরে
জাপানের সহায়তা

১. জাপানের উন্নয়ন সহায়তার বিবরণী
- দ্বিপাক্ষিক ওডিএ চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১৯৭২ সালে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে অর্থনৈতিক সহায়তার ক্ষেত্রে জাপান বাংলাদেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখেছে ও সম্পর্ক উন্নত করেছে। ২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী আবে ২০১৪ থেকে পরবর্তী ৪/৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে আনুমানিক ৬০০ বিলিয়ন ইয়েন অতিরিক্ত সহায়তা করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

২. আমাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সহযোগিতার খাত
- বাংলাদেশের যে সকল খাতে কার্যকরী উন্নয়নের আমাদের সহযোগিতার সুযোগ আছে

(১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করা যেন প্রত্যেকেই মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে সুবিধা ভোগ করতে পারে। পরিবহন খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত, নগর উন্নয়ন খাত ও প্রাইভেট খাতে সহযোগিতা।

(২) সামাজিক বৈষম্য দুরীভূত করা, শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, প্রশাসনিক খাত, গ্রামীণ উন্নয়ন খাত, কৃষি খাত ও দুর্যোগের ঝুকি হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহাযোগিতা।

৩. বাংলাদেশে জাপানের ওডিএভুক্ত অর্থায়ন

(১) সাম্প্রতিক বছরের ওডিএ নথি

বছর	ইয়েন ঋণ	অনুদান	কারিগরি সহায়তা
২০১০	০	৩১.৪৮	২৭.৭৪
২০১১	৫৯৯.৬৯	১১.৩৫	৩৭.৭৭
২০১২	১,৬৩৩.৭৬	২২.০৮	৩৬.৩২
২০১৩	০	৪০.৮৬	৫০.০৯
২০১৪	১,২০৯.৮৬	১৪.০৫	৩৮.১৫
২০১৫	১,৩৩২.৬৫	৫১.৭৩	৩৪.৩২
মোট	১১,৯৯৯.০০	৪,৮২৯.৪৬	৮২৮.৯৮

উৎস: জাপান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ইয়েন ঋণ ও অনুমোদন: প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক, কারিগরি সহযোগিতা অর্থায়ন ভিত্তিক (বিলিয়ন জাপানী ইয়েন)

(২) ১৯৭২ থেকে জাপানের ওডিএ অর্থায়ণ

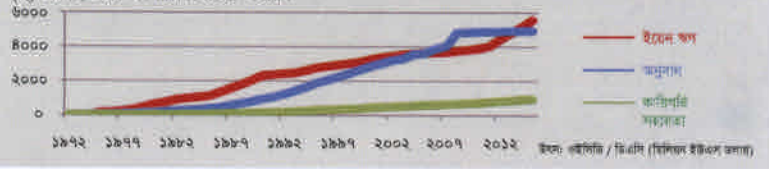

উৎস: ওইসিডি / ডিএসি (বিলিয়ন ইউএস ডলার)

৪. সহযোগিতার খাত ও প্রকল্পসমূহ
-আমরা বাংলাদেশকে যে সকল খাত ও প্রকল্পে সহযোগিতা করছি (বিলিয়ন ইয়েন)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী
- নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৫৫.১)
- রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন প্রজেক্ট (১.৪)

যোগাযোগ
- যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ কন্সট্রাকশন প্রজেক্ট (২১০)
- রুপসা ব্রিজ কন্সট্রাকশন প্রজেক্ট (৮.৩)
- পাকশী ব্রিজ কন্সট্রাকশন প্রজেক্ট (১৭.০)

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
- দ্য টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স টু বিএসএমআরএইউ (০.২৩)
- প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (০.৫৮)
- পারটিসিপেটরি রুরাল ডেভেলমেন্ট প্রজেক্ট (০.৫৫)

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য
- সেফ মাদারহুড প্রমোশন প্রজেক্ট (০.৮৮)
- রিসার্চ এন্ড ডেভেলেপমেন্ট অফ প্রিটেনশন এন্ড ট্রায়াগনসিস ফর নেগলেক্টেড ট্রপিকাল ডিসিস, স্পেশালী কালা-আজার (০.৪৬)
- স্ট্রেনদেনিং প্রাইমারী টিচার ট্রেইনিং অন সাইন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স (০.৬৫)

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও বেসরকারী খাত
- আইটিইই ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (০.২৬)
- ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট এসএমইএস(৫০.০)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- কন্সট্রাকশন অফ মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেলটার (০.৬৫)
- ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অন ন্যাচারাল ডিসাস্টার রেসিস্ট্যান্ট টেকনিক্স অফ কন্সট্রাকশন এন্ড রেট্রোফিটিং ফর পাব্লিক বিল্ডিং (০.২৯)

নগর উন্নয়ন
- প্রজেক্ট ফর স্ট্রেন্দেনিং অফ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ঢাকা সিটি (০.৩)
- গ্রেটার ঢাকা টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১৪.৭)

শাসন ব্যবস্থা
- পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (০.৫৫)
- প্রজেক্ট ফর ইম্প্রুভিং পাবলিক সার্ভিসেস থ্রু টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (০.৫৫)

বানতোরা-কুন

ঢাকাস্থ জাপানী বাণিজ্য ও শিল্প সংগঠনের মাধ্যমে জাপান-বাংলাদেশ শুভেচ্ছা দূত হিসেবে পরিচিত বানতোরা-কুন। এর ডিজাইন করেছেন শিল্পী নাজির হোসেন। এটি ইয়ুরু কারা গ্র্যান্ড প্রিক্স ২০১৫ এর অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে।